R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮২শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই চৈত্র বুধবার, ১৪০২ সাল।
২৭শে মার্চ, ১৯৯৬ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন ঃ

জঙ্গিপুর মহকুমায় বামফ্রণ্ট প্রার্থীর গুঠি সাজিয়ে প্রচার যুদ্ধে অনেক এগিয়ে

রাজনৈতিক প্রতিবেদক ঃ আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন সংক্রান্ত আদেশ কমিশন থেকে ঘোষিত হলো। এই আদেশ বলে ২৭ মার্চ থেকে শুরু হলো নির্বাচন প্রক্রিয়া। মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল, মনোনয়ন পরীক্ষা হবে ৪ এপ্রিল, প্রত্যাহারের শেষ দিন ৬ এপ্রিল, নির্ব্বাচন হবে ২ মে ও ৭ মে, অর্থাৎ আজ ২৭ মার্চ থেকেই শুরু হয়ে গেল নির্ব্বাচন প্রক্রিয়া। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল কোন প্রার্থীর নামই ঘোষণা করতে পারেনি। প্রচার তো দূরের কথা। বিজেপি ২৫ মার্চ তাদের লোকসভার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। তারা এই রাজ্যে ৪২টির মধ্যে ৩৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। জঙ্গিপুরের লোকসভা আসনে তাদের প্রার্থী শ্যামল গুপ্ত। বিধানসভা আসনগুলিতে এখনও কোন নাম তারাও ঘোষণা করতে পারেনি। সেদিক দিয়ে দেখলে বামফ্রন্ট ভোট যুদ্ধে অনেক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এই মহকুমার ফরাক্কা থেকে সাগরদীঘি পর্যন্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষিত হয়েছে। দেওয়াল লিখন চলছে দ্রুতগতিতে। এমন কি মিছিল, ষ্ট্রিট কর্ণার চলছে সরবে। এই মহকুমায় বামফ্রন্টের কোন প্রার্থী পরিবর্তন হয়নি। না লোকসভায়, না বিধানসভায়, কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বন্ধু দলগুলির মধ্যে বিরোধ কিছুই আপাতদৃষ্টিতে নজরে পড়ে না। এটা তাদের প্রথম দফায় জয়েরই সূচনা করে। অপর দিকে বামদলের সঙ্গে যারা সরাসরি যুজবে বলে গলা ফাটাচ্ছেন সেই কংগ্রেসের মধ্যে এখনও কোন ঐক্যমত্য প্রার্থী তালিকা ঘোষিত হয়নি। মহকুমার ফরাক্কা থেকে সাগরদীঘি পর্যন্ত বিধানসভাগুলির মধ্যে একমাত্র রঘুনাথগঞ্জে হবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রার্থীর নাম সুপারিশ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। অন্য সর্বত্রই একাধিক নাম শোনা যাচ্ছে এবং তাঁদের মধ্যে রীতিমত ধুন্ধুমার লড়াই চলছে বলে খবর। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই যদি শক্তি খরচ হয় তবে তাঁরা দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্টের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ববিহীন প্রার্থীদের সঙ্গে লড়াই করবে কি করে এই নিয়ে সাধারণের মনে রীতিমত শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই জনমনের শঙ্কাই বামফ্রন্টের জয়ের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ালে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। কংগ্রেসের জোরদার আসন বলতে মহকুমায় দুটি রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি। গত নির্ব্বাচনে এ দুটিতেও কংগ্রেসের হার হয়েছিল। অন্যান্য আসনগুলি কংগ্রেস অনেকদিন থেকেই হারিয়ে বসে আছে। সুতী কেন্দ্রে গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের মোঃ সোহরাব বিজেপির থেকেও কম ভোট পেয়েছিলেন। সেখানে এবারও কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই কংগ্রেসের পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। সাগরদীঘিতে কংগ্রেসের নৃসিংহ মণ্ডল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্টের। কিন্তু তিনি এবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিরক্ত হয়ে প্রার্থী হতে প্রথমে নারাজ হন বলে জনৈক কংগ্রেসী নেতা জানালেন। যার ফলে ওখানে তিনি রাজী হলেও, এই সুযোগে দুজন প্রার্থী মাথা চাড়া দিয়েছেন। একজন মনিগ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্ব্বাচনের মুখে উন্নয়ন কাজ বন্ধের দাবী জানালেন চিত্ত মুখার্জী

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ আজ ২৭ মার্চ সুতী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জী এক সাক্ষাৎকারে জানান ভোট দাতাদের প্রভাবিত করতে বামফ্রণ্ট সরকার নির্বাচন ঘোষিত হবার পর বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা নেন। এতে রয়েছে জেলা শাসকের নির্দেশমত বন্যার্তদের ক্ষতি পূরণের জন্য ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। যার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা পাবেন জঙ্গিপুর পৌরসভা ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি পাবে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও এমপির কোটার প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এই টাকা রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতিকে টেণ্ডার না নিয়ে সরাসরি খরচ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সমিতি বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করে সেই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে খরচ করার দায়িত্ব দেন বলেও চিত্ত মুখার্জী অভিযোগ করেন। শ্রী মুখার্জী বলেন নির্ব্বাচনের মুখে এই সব উন্নয়নমূলক কাজে টাকা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে চার লক্ষ টাকার বিদেশী দ্রব্য উদ্ধার

ফরাক্কা ঃ গত ১৯ মার্চ গভীর রাতে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক, বিএসএফ, কাষ্টমস্ যৌথ অভিযান চালিয়ে ফরাক্কা রেল ষ্টেশনে ডাউন দার্জিলিং মেল ও তিস্তাতোর্সা এক্সপ্রেসের মহিলা কামরা থেকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী জিনিষ, এলাচ, লবঙ্গ উদ্ধার করে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে এই তল্লাশী চালানো হয়। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্য দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই চৈত্র বুধবার, ১৪২২ সাল।

ভোটপর্বর রঙ্গ-১

সারা দেশে লোকসভার নির্বাচন এবং পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরিতে বিধানসভার নির্বাচন আগামী ২৭ এপ্রিল, ২২ মে, ৭ মে ও ২১ মে হইবে বলিয়া নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন। ৮ই জুলাই এখনকার লোকসভার মেয়াদ শেষ হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মেয়াদ শেষ হইবে ১৭ জুলাই। পশ্চিমবঙ্গের ২টি লোকসভা ও ১৪টি বিধানসভা আসনের ভোট হইবে ২ মে এবং ৭ মে হইবে বাকি ২২টি লোকসভা ও ১৫৪টি বিধানসভা আসনের ভোট। এই রাজ্যে মোট ২৪টি লোকসভা ও ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সব কয়টিতেই ভোট হইবে। ২২ মে রাজ্যের ২টি লোকসভা কেন্দ্রে এবং ওই লোকসভা কেন্দ্রগুলির অন্তর্গত ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হইবে। আর ৭ মে বাকি ২২টি লোকসভা কেন্দ্রে এবং ওই লোকসভা কেন্দ্রগুলির অন্তর্গত ১৫৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হইবে। জঙ্গিপুর লোকসভা তথা বিধানসভা আসনগুলির ভোট হইবে ২ মে এবং ভোট গণনা হইবে ৮ মে।

অতএব নির্বাচনের দামামা বাজিতে আরম্ভ করিতেছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রার্থী বাছাইয়ের তৎপরতা শুরু হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ভোটের পরিস্থিতি বুঝিয়া দেখিবার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী টি এন শেশন কলিকাতা সফর করিয়া গিয়াছেন। গত ২ মার্চ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি নয়াদিল্লীতে বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে তিনি কাহাকেও কোনওরূপে রিগিং করিতে দেবেন না। তিনি ইহাকে চ্যালেঞ্জস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতায় রাজভবনে তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র-সচিব, রাজ্য পুলিশের ডি জি এবং কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের সহিত নির্বাচনী প্রস্তুতি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা যাহা লওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি নাকি সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণার পূর্বে যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে রিগিং ও সন্ত্রাসের সম্ভাবনা সম্পর্কে রিপোর্ট মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে দিয়াছিলেন। তবে গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নাকি বলেন যে, রিগিংমুক্ত ভোট সুনিশ্চিত করা সম্ভব নহে। আবার দিল্লীতে তিনি রিগিং করিতে দিবেন না বলিয়াছিলেন।

ইহাতেই ধন্দ বাধিয়া গেল। ভোটাররা তাঁহার প্রথম কথায় বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, আসন্ন নির্ব্বাচনে ভোটদান অবাধ ও সুষ্ঠু হইবে। কিন্তু পরবর্তী কথায় সমস্যা রহিয়াই গেল। বুঝা গেল যে, এই রাজ্যে ভোটে রিগিংপর্ব চলিলেও চলিতে পারে। স্ব স্ব প্রভাবের এলাকায় এক এক রাজনৈতিক দল এই ক্রিয়াকলাপ হইতে বিরত হইবে না। ফলতঃ ভোটপর্ব্ব যথাপূর্ব্বং তথা পরম্। লক্ষণীয় যে, এই রাজ্যে ২ মে ও ৭ মে দুইদিন ভোট হইবে। ইহাতে একপক্ষ অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলির লাভ এই যে, নিজেদের বাহিনীকে তাহারা মোতায়েন করিতে সুবিধা লাভ করিবে এবং স্ব-শক্তিকে সংহত ও দৃঢ় করিয়া ভোটযুদ্ধে জয়কে সুনিশ্চিত করিতে পারিবে। অপর পক্ষ অর্থাৎ নির্ব্বাচন কমিশন পক্ষ ভোট পরিচালনায় সহায়তা করিবার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে মুস্কিলে পড়িবেন না।

অতঃপর রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী বাছাই পর্ব্ব। ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন

আবদুর রাকিব

দারুণ ক্ষুধার্ত আপনি। খেতেও বসেছেন আরাম করে। মুখ বিবরে লালা ও আরও কী কী বস্তুর ক্ষরণ-নিঃসরণ শুধু হয়েছে। অন্ন-ব্যঞ্জনের থালাও এসে গেছে। আপনি গ্রাস তোলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। হঠাৎ পরিবেশনকারী বা কারিনী থালাখানা ছুট করে সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, দাঁড়াও, আমাদের খুকু এই অঙ্কটা করেছে, উত্তর মিলছে না। একটু দেখে দাও তো! তখন আপনি কী করবেন? কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলবেন অঙ্কের খাতা? নাকি নিজের মাথার চুল? সটান উঠে দাঁড়াবেন 'খাব না' বলে? নাকি ঠাস্ করে একটা চড় বসাবেন তাঁর গালে যিনি আপনার ক্ষুৎ-পিপাসার মুহূর্তে অঙ্কটা দেখে দিতে বললেন? অথবা এসব কিছুই না করে ভোজনের আগে ক্রোধ-বিরক্তিই খেয়ে ফেলে অঙ্কটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন? রসনা শুকিয়ে গেল, যাক। ক্ষুধার আমেজ ক্ষুন্ন হল, হোক। কিন্তু অঙ্ক সমীক্ষায় আপনি বাধ্য হলেন।

দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন ঠিক এইভাবে আপনাকে বন্দী করে বাধ্যবাধকতায়। স্বচিত্রা উত্তমের 'হারানো সুর' দেখবেন বলে প্রতীক্ষা কাতর ক্ষুধাতুর আপনি, যাবতীয় ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুকোষ সংহত করে দূরদর্শনের পর্দায় চোখ রেখেছেন। সেখানে অভিজ্ঞান পত্রটিও মুদ্রিত হয়েছে, রীলের সংখ্যাটিও আপনি দেখে নিয়েছেন। এখন আপনার সমগ্র চৈতন্য জুড়ে প্রবল কৌতূহল আর একাগ্রতা। আর তখন একজোড়া শিং গজানো ন্যাড়া মাথা নিয়ে কিম্ভূতাকৃতি একটি মনুষের মুখ আপনার স্নায়ু শিরায় আগুন দিয়ে হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল — ওনিডা টুয়েন্টি ওয়ান। চরম নাট্য-মুহূর্ত, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লাইম্যাক্স, উত্তেজনায় আপনি টান-টান, অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে আপনিও নাট্য পরিস্থিতির অংশীদার (empathy)। তখন, আয়নার সামনে, আদুল গায়ে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক তাঁর প্রতিবিম্বকে বলছেন, দেখো, দেখো — মেরা সাবুন। মহানেবুওয়ালা সিন্থল কী করবেন? গোত্তা মারবেন ভদ্রলোকের মুখে, নাকি রোমশ বুকে? কিছুই করবেন না। জানি। সবুর করতে আপনি বাধ্য হবেন। আর সবুরে মেওয়া তো ফলবেই অচিরেই দেখতে পাবেন আপনার প্রিয়তম মহানায়ককে

গণ্ডারের শৃঙ্গে একজোড়া কলা ঝুলিয়ে দিলে জন্তুটা লোভাতুর হয়ে তা পেতে চাইবে। পাবেনা; কিন্তু সে থেমে থাকবেনা। পাওয়ার প্রত্যাশায় তাকে চলতে হবে। বিজ্ঞাপন দাতারা অনুরূপভাবে আপনাকে তাড়িত করবেন। আপনার আবেগ-অনুভূতি সব কিছু জমা দিতে হবে তাঁদের কাছে। রাস্তার ধারে অনেকেই রুজি রোজগারের জন্য সাপের ঝাঁপি নিয়ে বসে। উদ্দেশ্য কিছু কবচ-মাদুলি বিক্রি করা। ডুগডুগি বাজিয়ে তাঁরা লোক জড়ো করেন। নানা রকম কথা বলে মানুষকে মনোযোগী করে তোলার ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁপির ডালায় হাত দেন। একটু আলগাও হয়ে গেল ঝাঁপির মুখ। হয়তো বেরিয়ে এল সাপের লেজাংশ। উদগ্র কৌতূহল নিয়ে আপনি অপেক্ষমান। কিন্তু না, ঝাঁপির ডালা নেড়েচেড়ে খুলতে গিয়েও তিনি খুললেন না। তাড়া আছে বলে কৌতূহল চরিতার্থ না করেই আপনি চলে গেলেন। অর্থাৎ বাধ্যবাধকতা আপনাকে হনন করতে পারল না। ষাটের দশকের শেষ দিকে সিনেমা হলে ছবির শেষে আন্দোলিত জাতীয়পতাকাসহ জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজানো হত। সম্মান জানানোর জন্য কেউ কেউ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন। কেউ থাকতেন বসে। বেশির ভাগই 'দূর!' বলে হল থেকে বেরিয়ে যেতেন। অর্থাৎ তখনও বাধ্যবাধকতা তেমন কবজা করতে পারেনি। প্রথম প্রথম দূরদর্শনে ছবি শুরু হওয়ার আগেই প্রায় আধঘন্টা সময় বিজ্ঞাপনে খরচ হত। এমনকি 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' যুগেও। কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতারা বুঝলেন, দর্শকরা দিব্বি ফাঁকি দিচ্ছে। বিজ্ঞাপন অংশটা মিটে গেলে তবেই তাঁরা টিভি খুলছেন। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফেডারেশনের ব্লক সম্মেলন

আহিরণ: সম্প্রতি আহিরণে ফেডারেশনের ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা সম্পাদক মর্জেম হোসেন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন মোঃ সোহরাব। মোঃ সোহরাব তাঁর বক্তব্যে হিলোড়ায় জমির পাট্টা বিলির ব্যাপারে বি এল আর ওর ভূমিকার নিন্দা করেন। বিজয় মুখার্জী, রবীন দাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। আগামী ২ বছরের জন্য ১১ জনের এক কমিটি গঠিত হয়। তাতে অচিন্ত্য চ্যাটার্জী সভাপতি, বিজয় মণ্ডল ও আক্তার রহমানকে সাম্পদক করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমি ধুলিয়ান বাজারের মেসার্স বেঙ্গল ট্রেডার্স নামক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জানাচ্ছি যে গত ৮-২-৯৬ তারিখে সেলট্যাক্স অফিস হতে দেয়া পারমিট ফরম নং ০৭৪৪৮৩ বি (ফর্ম নং ৪২) আমার দোকান হতে ১৩-৩-৯৬ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় ডাইরীও করেছি। ডাইরী নং ৪৯৩ তাং ১৪-৩-৯৬। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পারমিটটি পেয়ে থাকলে নিচের ঠিকানায় জমা দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো ও সাধ্যমত পুরস্কৃত করবো।

বিনীত—
আশিফ হোসেন
২২-৩-৯৬

জায়গা ও ঘর বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জে ফুলতলায় প্রধান রাস্তার ধারে তিন শতক জায়গাসহ একখানা ঘর ফাঁকা অবস্থায় বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন।

শ্রীরমাপতি মণ্ডল
রেজেষ্ট্রী অফিসের নিকট
রঘুনাথগঞ্জ

দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন (২য় পৃষ্ঠার পর)

তো, আমাদের চাতুরী ধরে ফেলে তড়িঘড়ি ব্যবস্থাটা তাঁরা বদলে দিলেন। কেমন জব্দ!

আর, তাঁরা তা করবেনই। বিত্তশালী বণিকের দল, শর্বরী পোহাতে না পোহাতে মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করেছেন। দূরদর্শনের রাজদণ্ড তাঁদেরই হাতে। এতদিন এ'টা দুর্বল ভাবনা ছিল, বণিকরা বুঝি দেশের অর্থশক্তিকেই করায়ত্ত করেন। সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের কোন উৎসাহ নেই। সে ধারণাও আজ মিছে। আর্থিক শক্তির বৃদ্ধির জন্য তাঁরা সংস্কৃতিকেই পণ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর সর্বতোভাবে সংস্কৃতির অঙ্গনকে দখল করেছেন। মানুষের শিক্ষা, রুচি, প্রবণতা, ঈপ্সা ইত্যাদি সব কিছু কিনে নিয়েছেন চড়া দামে, প্রতি দশ সেকেণ্ডকে ষাট থেকে আশি হাজার টাকা মূল্যে। তার মানে, বিজ্ঞাপন ব্যয়ের কোটি কোটি টাকার অঙ্ক একটা রাজ্যের বা রাষ্ট্রের মূল বাজেটকেও অতিক্রম করতে পারে, যা আমাদের ধারণাতীত। টাকা দিয়ে মানুষের অনুভূতিক অন্তর্লোককেও যে কেনা যায়, দূরদর্শন তার একটি রম্য উদাহরণ। আর তা কোনদিনই বিবেকী প্রশ্নে বন্ধ হবে না। কেননা বিজ্ঞাপনদাতারাও আমাদের মনস্তত্ত্ব বুঝেন। ইউরোপীয় আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার যে স্বপ্ন, যে বাসনা আমরা পোষণ করি মনে মনে, বিজ্ঞাপনদাতারা তার পোষকতা করেন মাত্র। তাঁদের আর দোষ কী!

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কার্ডস ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ

গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ অফিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ: স্থানীয় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ অফিসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে সোচ্চার হয়েছেন ফেডারেশনের কোঅর্ডিনেট কমিটি। অভিযোগ উঠেছে এস এ ই গঙ্গা ভাঙ্গন কলোনীতে বিভিন্ন কাজ করাচ্ছেন বিনা টেণ্ডারে তাঁর খেয়াল খুশিমত। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে কোঅর্ডিনেশন অভিযোগ আনার ফলে সে সব বেনিয়মে কাজ করানো বন্ধ হয়েছে বলে কোঅর্ডিনেশন সূত্রে জানা যায়। আরো জানা যায় সরকারী নিয়মানুযায়ী কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়াই ৮ জন নাইটগার্ড ঐ অফিসে নেওয়া হয়েছে। ওদের মধ্যে ২ জনের বয়স নাকি ৭০ বছরের উর্দ্ধে বলে অভিযোগ।

রাস্তা সংস্কারের দাবীতে অবরোধ কর্মসূচী

অরঙ্গাবাদ: সুতী ২নং ব্লকের সাজুরমোড় থেকে নেতাজী মোড় পর্যন্ত প্রয়োজনীয় রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। স্থানীয় বিড়ি কারখানা থেকে সরকার প্রচুর টাকা বিভিন্ন ট্যাক্স আদায় করেন। বিড়ি শিল্পীদের স্বার্থে এই রাস্তাটি বিশেষ প্রয়োজন। তাই তাঁদের দাবী রাস্তাটি সংস্কার করা হোক এখনই। তা না হলে অগত্যা স্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে বিড়ি শিল্পীরা রাস্তা অবরোধ কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য হবেন। তাঁরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও এবং প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে খবর।

পুকুর থেকে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার

ধুলিয়ান: গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সামসেরগঞ্জ থানার চাচণ্ডা গ্রামের একটি পুকুরে মাছ ধরতে জাল ফেললে জালে একটি মহিলার মৃতদেহ উঠে আসে। লাশটিকে ঐ গ্রামেরই সফিকুল মমিনের স্ত্রী হাসিনা বিবির বলে সনাক্ত করা হয়। কয়েকদিন থেকেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁর শ্বশুর থানায় ডায়েরী করেন। বধূটিকে গলাটিপে হত্যা করে পুকুরে পুঁতে দেওয়া হয় বলে পুলিশের সন্দেহ। হাসিনারার বাবার বাড়ী সুতী থানার মালোপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবা মেয়ের উপর শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচারের অভিযোগ এনে সমসেরগঞ্জ থানার এফ আই আর করেন। কাউ:ক গ্রেপ্তার করা যায়নি। শ্বশুর বাড়ীর সকলে বাড়ী তালাবন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গণতন্ত্র দিবস পালন

সাগরদীঘি: সম্প্রতি সাগরদীঘি হাই স্কুলে পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গণতন্ত্র দিবস পালন করেন। ৪৭ তম গণতন্ত্র দিবস উদযাপন করেন তাঁদের শাখা সম্পাদকদ্বয় জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য ও মজিবুল হকের নেতৃত্বে। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক অরুণকুমার দাস। শিক্ষকদের মহান দায়িত্ব ও তা রূপায়ণে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে রামপদ দাস প্রমুখ শিক্ষকেরা আলোচনা করেন।

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্ত সূচি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন, ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে

১। বিজ্ঞপ্তির তারিখ— ২৭-৩-৯৬

২। মনোনয়নপত্র জমা
দেবার শেষ তারিখ—৩রা এপ্রিল, ১৯৯৬ (বুধবার)

৩। মনোনয়নপত্র
পরীক্ষার তারিখ—৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯৬ (বৃহস্পতিবার)

৪। মনোনয়নপত্র তুলে
নেবার শেষ তারিখ—৬ই এপ্রিল, ১৯৯৬ (শনিবার)

৫। নির্বাচনের তারিখ ও
ভোটদানের সময়—২রা মে, ১৯৯৬ (বৃহস্পতিবার)
সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

স্বাঃ
জেলা নির্বাচন আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

Memo No. 175 (4)/Inf./Msd. Dated 26-3-96

প্রচার যুদ্ধে অনেক এগিয়ে (১ম পৃষ্ঠার পর)

রামকুমার ভকত ও সাগরদীঘির মমতাপন্থী যুবনেতা অজয় ভকত। এঁদের বাধা অতিক্রম করেও যদি শেষ পর্যন্ত নৃসিংহ মণ্ডল প্রার্থী পদ পান, তবুও এঁরা মনে প্রাণে তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য করবেন কিনা সন্দেহ জনমনে দানা বেঁধেছে। এতে তিতিবিরক্ত হয়ে ভোটদাতারা আবার সেই সিপিএমের পরেশ সরকারকেই ভোট দেবার চিন্তা-ভাবনা করছে। [আগামীতে]

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়

জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ

১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্ত্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। তিন হতে ছয় বৎসরের শিশুদের নার্শারী, প্রিপারেটরী ও কেজি ক্লাসে ভর্তি করা যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

১। জঙ্গিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জঙ্গিপুর

২। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুল। (পুরাতন ভবন)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।

সময় সকাল ৮টা থেকে ৯টা।

১৮-৩-৯৬ ডি. নাথ (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক)

2 YEARS WARRANTY

Catch World Cup fever with

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

World **AKAI** Cup '96

Colour TV

Tokyo Japan

DEALER :

Bharat Electronics

Raghunathganj ॥ Phone : 66321

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অভিযোগ জানালেন চিত্ত মুখার্জী (১ম পৃষ্ঠার পর)

খরচের পরিকল্পনা নির্বাচন কমিশনের আদেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং ভোটদাতাদের প্রভাবিত করার অপচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। তাই তিনি এসডিওকে এই সব বন্ধ করতে আবেদন জানান এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠান। তিনি বলেন মহকুমা শাসক তাঁকে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেবেন বলে আশ্বস্ত করেন। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান ঐ সমস্ত টাকা পয়সা দেবার ব্যবস্থা অনেক আগের। বন্যার সময়েই তালিকা তৈরী করে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের এক হাজার এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের পাঁচশো টাকা দেওয়ার আদেশ হয় এবং তাঁদের নামের তালিকাও টাঙিয়ে দেওয়া হয়। তবে মঞ্জুরী আসতে দেরী হওয়ায় টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই বাবদ মহকুমার জন্য ৫৬ লক্ষ টাকা এসেছে। নির্বাচন ঘোষিত হওয়ায় সবরকম কাজই বন্ধ রাখতে তিনি সংশ্লিষ্ট মহলকে নির্দেশ দিয়েছেন চিত্তবাবুর আবেদনের পূর্বেই।

বিদেশী দ্রব্য উদ্ধার (১ম পৃষ্ঠার পর)

বগির পাটাতনের মধ্যে প্রচুর ক্যাসেট, টেপরেকর্ডার, গ্যাসলাইটার, সাবান লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া বিদেশী কাপড় জামা, ৫০ কেজি লবঙ্গ, ৭০ কেজি এলাচ উদ্ধার করা হয়। ট্রেনের গার্ড লাগেজ ভ্যান খুলতে রাজী না হওয়ায় তিস্তা তোর্সার গার্ডের নামেও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান হয় বলে খবর। এই চোরাচালানের ব্যাপারে রেল কর্মীদের একাংশের গোপন যোগাযোগ আছে বলে তদন্তকারী অফিসাররা সন্দেহ করেন। দাবীদার না থাকায় কাউকেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯